২৭

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAY 16 1999 ..
পৃষ্ঠা . কলাম .....

সৈয়দপুর সরকারী কারিগরি মহাবিদ্যালয়ে বিভিন্ন সমস্যা

সৈয়দপুর সংবাদদাতা ॥ সৈয়দপুর সরকারী কারিগরি মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা ও শ্রেণীকক্ষের অভাবে লেখাপড়ার পরিবেশ বিঘ্নিত হইতেছে।

পাকিস্তান আমলে কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের পাশাপাশি কারিগরি স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

সৈয়দপুর সরকারী কারিগরী

(১ম পঃ পর)

নিয়া ইহার নির্মাণ কাজ ১৯৬১-৬২ তে শুরু হয়। তৎকালীন সিটি শহর হিসাবে সৈয়দপুরের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া ব্যতিক্রমধর্মী এই স্কুল চালু করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই ধরণের আর একটি স্কুল তখন তেজগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৬৫ সাল হইতে এই স্কুলের শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। প্রথম অবস্থায় কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয় হিসাবে অগ্রযাত্রা শুরু করিলেও ১৯৭৭ সাল হইতে উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত উন্নীত করিয়া ইহাকে মহাবিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়।

বর্তমানে শিক্ষক সমস্যা প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে। স্কুল শাখায় ৬ জন এবং কলেজ শাখায় ৬ জন শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য রহিয়াছে। কলেজ শাখায় বাংলা ইংরেজী ও গণিত শাখায় ২ জন করিয়া শিক্ষকের পদ থাকিলেও ১ জন করিয়া প্রভাষক কর্মরত রহিয়াছেন। ফলে কেহ ছুটিতে অথবা অসুস্থ হইয়া পড়িলে ক্লাস চালানো সম্ভব হয় না। মহাবিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত বই থাকিলেও লাইব্রেরিয়ান এবং লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার পদটি দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য। গবেষণাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকিলেও কক্ষের অভাবে যন্ত্রপাতি স্থাপন সম্ভব হইতেছে না। গবেষণাগারের অনেক যন্ত্রপাতি বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

স্কুলটি দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত হইয়া কলেজ হইলেও কক্ষ সংখ্যা বা ভবন বর্ধিত না হওয়ায় একই ভবনে স্কুল ও কলেজ শাখার ক্লাস হইয়া থাকে। ফলে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকে না। অপরদিকে কলেজ এলাকার একাংশ বাউণ্ডারী ওয়াল ভাঙ্গিয়া যাওয়ার কারণে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়াছে।

৬৫